যুগান্তর

তারিখ ... 10 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২...

# ঢাবি ও জবির 'খ' ইউনিটের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত

## 'তিন পদক্ষেপে প্রশ্ন ফাঁস হয়নি'

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ও জবি প্রতিনিধি

শেষপর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁস ছাড়াই শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্য বছর প্রশ্নপত্রে সেট কোড থাকে। প্রথমবারের মতো এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ সেট কোড তুলে দেয়। এর ফলে প্রশ্ন ফাঁসকারীরা গোলকধাঁধায় পড়ে যায়। পাশাপাশি এবার প্রথমবারের মতো আরও দুটি বাড়তি ব্যবস্থা ছিল। একটি হচ্ছে, জালিয়াতকারীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়ার জন্য মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা। অন্যটি দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করছে, এ তিন 'প্রথমের' কারণে এবার প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। অপরদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও এবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জালিয়াতি ঠেকাতে এ প্রতিষ্ঠানে এবার 'ড্রেসকোড' প্রবর্তন করা হয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তা শতভাগ প্রতিপালিত হয়নি। তবে পরীক্ষায় নকল আর জালিয়াতি ঠেকাতে এটা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়। এ পরীক্ষা চলে ১ ঘণ্টা। বিকাল ৩টায় শুরু হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ ঘণ্টার এ পরীক্ষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার প্রতি আসনের জন্য গড়ে ১৪ জন আর জগন্নাথে ৫৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

পরীক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবার অত্যন্ত সফলভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আশা করছি, আগামীতে জালিয়াত চক্র সফল হতে পারবে না। তিনি পরীক্ষার হলে পরিদর্শকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। তাই একজনের জালিয়াতির কারণে অন্য একজন মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তিবঞ্চিত

অনুষ্ঠিত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

## অনুষ্ঠিত : পরীক্ষা নির্বিঘ্নে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হবে। সেজন্য পাশের সিটে শিক্ষার্থীর জালিয়াতির ব্যাপারে সচেতন থেকে সন্দেহ হলে পরিদর্শককে জানাতে হবে।

এদিকে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :** শুক্রবার সকাল ১০টায় ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরের ৬৯টি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। খ ইউনিটে ২ হাজার ২৯৬টি আসনে এবার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এজন্য ৩১ হাজার ১৬৩ জন ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। সেই হিসাবে প্রতিটি আসনে লড়ে ১৪ জন শিক্ষার্থী।

ভর্তি পরীক্ষায় এবার বেশ কিছু পরিবর্তন দৃশ্যমান ছিল। প্রথমবারের মতো পরীক্ষাকালীন সময়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত ছিল। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে ছিল অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশি। জানা গেছে, গত বছর প্রতিটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। অনেকে আটক হয়। এ কারণে এবার এ বাড়তি ব্যবস্থা ছিল।

তবে সবচেয়ে ব্যতিক্রম ও বাড়তি ব্যবস্থা ছিল প্রশ্নপত্রে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী জানান, সফলতার অন্যতম কারণ ছিল এবার ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কোনো সেট কোড ছিল না। প্রশ্ন এবং অপটিক্যাল মার্ক রিডার (ওএমআর) ছিল একই সঙ্গে। ওএমআর এ সেট কোড না থাকায় জালিয়াত চক্র কোনো শিক্ষার্থীর কাছে উত্তর পাঠাতে পারেনি। তবে ওএমআরে গোপন একটি কোড ছিল। ওই কোড অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট নির্ণয় করা হবে। তার মতে, এ কারণেই জালিয়াত চক্র এ বছর সফল হয়নি।

এর বাইরে এবার অন্যান্য বছরের মতোই সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে কড়া নজরদারি ছিল। ক্যাম্পাসের বাইরের তিনটি কেন্দ্রে এবার বাড়তি নিরাপত্তা ছিল। এগুলো হচ্ছে— বুয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পিলখানার বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ এবং কাকরাইল উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এসব কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিদর্শক দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রের শিক্ষকদের সহযোগিতায় ওইসব কেন্দ্রেও জালিয়াত চক্র সফল হতে পারেনি। গত কয়েক বছর এসব কেন্দ্রে জালিয়াত চক্রের তৎপরতা বেশি ছিল।

**এরপরও তৎপর ছিল জালিয়াত চক্র :** এদিকে এরপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এবং টাকার বিনিময়ে তা সরবরাহ করা হবে— এমন দাবি করে একটি চক্র পরীক্ষার আগের রাত থেকেই সক্রিয় ছিল। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে বিষয়টি নিয়ে প্রচারণাও চালায়। নির্দিষ্ট একটি বিকাশ নম্বরে টাকা দিলে প্রশ্ন দেয়া হবে বলে ফাঁদ পেতেছিল। প্রশাসনের ধারণা— একটি চক্র ভুয়া প্রশ্ন বানিয়ে এমন করতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ নেয়া। এসব চক্রের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ডিবি পুলিশকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে বলেও জানান ঢাবির ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর।

**জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় :** বিকাল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ রাজধানীর মোট ১৮টি কেন্দ্রে ওই পরীক্ষা শুরু হয়। চলে ১ ঘণ্টা। এবার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতি বন্ধে 'ড্রেসকোড'সহ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। এ কারণে প্রতারক চক্র সুবিধা করতে পারেনি। তবে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত সময়ের আধা ঘণ্টা আগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার অনেক শিক্ষার্থী হয়রানির শিকার হয়েছে। অনেকে সময়মতো কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মাদ পরীক্ষা শেষে সাংবাদিকদের বলেন, সব কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোনো জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এবার 'বি' ইউনিটে ৭২০টি আসনের বিপরীতে ৪০ হাজার ৬৩৪ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছিল।